নির্মল বাংলার প্রচারে ব্লক অফিসে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড়: নির্মল বাংলার প্রচারে নারায়ণগড় ব্লক। রবিবার নারায়ণগড় ব্লকের পক্ষ থেকে ব্লক অফিসের সেমিনার হলে এই সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্লকের খাকুড়দার কেদার হাইস্কুল সহ বেলদা প্রভাতী বালিকা বিদ্যাপীঠ স্কুল তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতন পদযাত্রা করে। চারপাশে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখার স্লোগান দিয়ে পথ হাঁটে ছাত্রছাত্রীরা। একইসঙ্গে এদিন বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নির্মল বাংলার প্রচার চালানো হয়। এদিন এলাকার আশা কর্মী স্বাস্থ্য কর্মী সহ অন্যান্যরা এই নির্মল বাংলা অভিযানের সচেতনতার প্রচারে পা মেলান।

বেলদায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা: বেলদা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ইঙ্গ হেল্‌থ ফাইন্ডেশনের আয়োজনে ফিউচার অব স্মাইল নামের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় বিনামূল্যে জন্মগত ঠোঁট কাটা ও টাগরা কাটা শিশু ও ব্যক্তিদের পরীক্ষা শিবির হল বেলদাতে। বেলদা লায়ন্স স্কুল লাইফ এণ্ড লাইট স্কুলে এই শিবির সংগঠিত। এই শিবিরে শিশু ও ব্যক্তি সহ ৩০ জনকে পরীক্ষা করে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ১০ মাস বয়সের শিশু থেকেই এই ব্যবস্থার আওয়াভুক্ত। হলদিয়ার বি সি রায় হাসপাতালে আগামী ১৪ মে ফাইনাল স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনামূল্য। একদিনের শিবির থেকে জন্মগত ঠোঁট কাটা ও টাগরা কাটা ব্যক্তিদের নির্ধারণ করা ৩০ জনকেই বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বেলদা লায়ন্স ক্লাবের সদস্য ডাঃ সমীরকুমার পাল। এছাড়াও বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পও তারা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান আরও এক সদস্য শক্তিপদ দে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপি নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা: চন্দ্রকোনা রোডে একটি পথসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'হিজড়া' বলে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা শ্যামাপদ মণ্ডল। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'হিজড়া' বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রিষড়ায় একটি জনসভা থেকে তিনি বলেছিলেন, উনি বক্তৃতা রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমনভাবে হাততালি দেন যেন মনে হয় হিজড়া তালি মারছে। হাত নাড়ানো দেখে মনে হয় সার্কাসের জোকার। পরে অবশ্য এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা দেয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

গভীর ষড়যন্ত্র, নাকি নিছক দুর্ঘটনা

রাতে হলদিয়া থেকে কাঁথি ফেরার পথে সাংসদের গাড়িতে ধাক্কা লরির

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর: নিছকই দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিতভাবে গভীর ষড়যন্ত্র করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে তমলুকের সাংসদের গাড়িতে পেছন থেকে ধাক্কা মারল এক লরি। শনিবার রাত্রি সাড়ে ১১টা নাগাদ এই দুর্ঘটানার পর থেকে জেলার সমস্ত মহলে এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও সাংসদের তেমন কোন আঘাত লাগেনি বলে জানা গেছে।

শনিবার রাত্রি সাড়ে ১১টা নাগাদ ১১৬বি নন্দকুমার-দিঘা জাতীয় সড়ক ধরে কাঁথিতে বাড়ি ফিরছিলেন তমলুকের সাংসদ। চণ্ডীপুরের কাছে পিছন দিক থেকে আসা একটি লরি সাংসদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। ঘটনাটিকে দেখে এলাকাবাসীদের ছুটে আসেন। সাংসদ দিবেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষীরা গাড়ি থেকে নেমে এসে অভিযুক্ত গাড়িকে আটকায় ও তার চালক - হেল্পারকে আটকে চণ্ডীপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়েই চণ্ডীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে চালক রবীন্দ্রনাথ জানা ও জয়দেব বেরাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত চালক রবীন্দ্রনাথ জানা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জেরেই দুর্ঘটনা। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। ধৃত চালক ও হেল্পারের বাড়ি নন্দকুমার থানার শ্রীধরপুর গ্রামে। ধৃতদের রবিরার তমলুক জেলা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে রাতেই হলদিয়া থেকে ফেরার পথে তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারির গাড়িকে একটা লরি পেছনে থেকে ধাক্কা মারায় খবর জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে দলীয় কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা সাংসদকে ফোন করতে থাকেন। সাংসদ তাঁদের আশ্বস্ত করেন। জেলার কিছু মানুষ এই ঘটনার পিছনে অন্য কোন ষড়যন্ত্র আছে বলেও দাবি করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই দুর্ঘটনা নিছক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জেরেই? নাকি সত্যি সত্যি এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত অঙ্গনওয়াড়ির কর্মীরা

সব্যসাচী লাহা: রেডিও ভাষণের অনুষ্ঠান 'মন কী বাত' এ খাদ্য অপচয় না করে উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করে রুটি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে গরিব মানুষকে সহায়তা করার ঘোষণাতে অনুপ্রাণিত হলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

রবিবার এই জেলার খড়গপুর ১ ব্লকের বলরামপুর অভয় আশ্রম ক্যাম্পাসে রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এখানের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মন কী বাত শোনানো হয়। সহায়তা করেন ভারত সরকারের ক্ষেত্রীয় প্রচার নির্দেশালয় বিভাগ।
অঞ্জলি মেরু নামের প্রশিক্ষণরত এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী জানান, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আজ থেকেই আর খাদ্য অপচয় নয়, সঞ্চয় করবেন বলেই মনস্থির করেছেন বলেই জানান। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সারা দেশ থেকে লালবাতি লাগানো গাড়ি বিলোপ ঘটানোর উদ্যোগকেও প্রশংসা করেছেন এই মহিলারা। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দেশের সব মানুষই গুরুত্বপূর্ণ—এই কথা তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও তাঁরা মনে করেন। এ ছাড়াও 'ভিম অ্যাপস' প্রচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের কথাতেও তাঁরা খুশি। প্রখর রৌদ্রের সময় চড়ুই পাখি সহ অন্যান্য প্রাণীদের খাবার ও জল দেওয়ার উদ্যোগেও তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সাংগঠনিক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দিঘায় দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবির সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার দিঘার গেস্ট হাউসে রাজ্যের স্বাস্থ্য শাখার উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ শিবির ও সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাজ্য সরকার কর্মচারী ফেডারেশনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী।

সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন যে, ২০১৬ সালে কিছু কুচক্রী মিডিয়ার দেখানো অলীক স্বপ্নে বিভোর, বিরোধী নীতিহীন ও আদর্শহীন রামধনু জোটের অশ্লীল কুৎসা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পুনরায় বাংলার মসনদে আসীন হয়ে বাংলাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্তকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে বাংলার আপামর সাধারণ জনগণের অকৃত্রিম আশীর্বাদ ও ভালবাসায় সততার প্রতীক তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার ক্ষমতায় ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২১১টি জয় করে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েই ধারাবাহিক উন্নয়নের কর্মধারায় পুনরায় ক্লান্তিহীন নিমগ্ন। তাঁর এই নিমগ্নতায় ২০১১ পূর্ববর্তী ৩৪ বছরের সার্বিক ধ্বংসকারী রাজ্য সরকারের ঋণের বোঝা কেন্দ্র থাকা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনকারী 'আচ্ছে দিন'-এর ভুয়ো স্বপ্ন দেখানো সাম্প্রদায়িক দলের অসহিষ্ণু সরকার কর্তৃক বাংলার উন্নয়নে আবেদনকৃত সুদ মকুব না করার নানাবিধ কেন্দ্র-রাজ্য সম্মিলিত প্রকল্পে নির্ধারিক কেন্দ্রীয় অনুমাদ বাবদ অর্থের পরিমাণ কমানো, সেটাও সঠিক সময়ে না প্রদান করে নানাবিধ অজুহাতে আটকে রাখা কোনও কিছুই বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিত্যনতুন পরিকল্পনা তাঁর কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, শিশুরত্ন, বঙ্গভূষণ, খাদ্যসাথী।

কাঁথির ভাজা চাউলি অঞ্চলের হরিণা পাশদলবাড় গ্রামে নির্মল বাংলা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি: কাঁথি-৩ ব্লকের ভাসা চাউলি অঞ্চলের হরিণা পাশদলবাড় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মিশন নির্মল বাংলা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হয়। এই মিশন নির্মল বাংলা দিবস উদ্‌যাপনে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি-৩ ব্লকের সভাপতি বিকাশ বেজ, কাঁথি-৩ ব্লকের বিডিও মহম্মদ নুর আলম, কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার গিরি, ভাজা চাউলি অঞ্চলের প্রধান তাপসী বেরা, উপপ্রধান নন্দ দুলাল মাইতি, সমাজসেবী রাধাশ্যাম বেজ সঞ্চালক বিপুলেশ ধাড়া প্রমুখ। কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ বেজ বলেন, বহুদিন আগে থেকেই কাঁথি-৩ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বহু গরামে গ্রামে নির্মল বাংলা গড়ার জন্য নানাভাবে প্রচার অভিযান চালানো হয়। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে গ্রাম থেকে শহর নির্মল করার লক্ষ্যে সব ধরনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের জেলা থেকে ব্লক এবং গ্রাম ও শহর সর্বত্রই নির্মল হয়ে উঠছে। বিকাশবাবু আরও বলেন যে, কাঁথি ৩ ব্লকের ভাজা চাউলি অঞ্চলের হরিণা পাশদলবাড় গ্রামে বসবাসকারী প্রায় ১৫০টি পরিবারকে সচেতন করা হয়। গ্রামে প্রবেশের মুখে সুদৃশ্য বিশালাকৃতি বোর্ড লাগানো হয়েছে। একেবারে প্ল্যাস্টিক, পলিথিন পলিমার নিষেধ করা হয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে সুলভ শৌচারগার, ডাস্টবিন, নির্মল বাংলার ব্যানার লাগানো হয়েছে। গ্রামের সকল পরিবার সহ এলাকার মানুষদের নির্মল বাংলা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এই সভায় ভাজা চাউলি অঞ্চলের সদস্য আশাকর্মী, আইসিইএস কর্মী সহ সমাজের বিভিন্নস্তরের সাধারণ মানুষ এবং জন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মদ খেয়ে সমুদ্রে নামার খেসারত দিয়ে সলিলসমাধি পর্যটকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা: বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বসে আকণ্ঠ মদ্যপান, তারপর সেই অবস্থায় সমুদ্রে নেমে সলিলসমাধি হল এক পর্যটকের। রবিবার দুপুর অবধি সমুদ্রের জলে তলিয়া যাওয়া দেহ উদ্ধার হয়নি। মৃত পর্যটকের নাম সোনু দাস (৩৫)। এই পর্যটকের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার নিউ বারাকপুরে। জানা গেছে পেশায় ব্যবসায়ী সোনু দাস।

শনিবার বিকালে প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধুর সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে আসেন সোনু দাস। তার সঙ্গে আসা বাকি দুই বন্ধুরা হল সোমনাথ দাস ও উৎপল দে। জানা গেছে পুরনো দিঘার একটা হোটেলে ওঠে এই তিন বন্ধু। তারপর সন্ধ্যায় সোনু দাস ও তার দুই বন্ধু এবং গাড়িরচালক শুভাশিস মাইতি পুরনো দিঘার ঝাউ জঙ্গলের ভেতরে বসে মদ পান করছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাদের মাধ্যমে সিভিক ভলেন্টিয়াররা খবর পেলে ঘটনাস্থলে যায় এবং সমুদ্রের কাছে এভাবে মদ খেতে বারণ করেন। জানা গেছে, পুলিশের তাড়া খেয়ে সোনু দাস তার দুই বন্ধু ও ড্রাইভারকে নিয়ে পুরনো দিঘার ২ নং স্নান ঘাটের কাছে গিয়ে বসে। মদ্যপ অবস্থায় সমুদ্রের কাছে না থাকার জন্য ফের সিভিক ভলেন্টিয়ারেরা গিয়ে এই পর্যটকদের অনুরোধ জানায়। এরপর সোমনাথ দাস, উৎপল দে ও ড্রাইভার সুভাশিস মাইতি হোটেলের রুমে ফিরে গেলেও স্নান ঘাটের কাছে বসে থাকে সোনু। বন্ধুরা বারবার ডাকার পরেও সে ফেরেনি। এরপর কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও সোনু হোটেলে না ফেরায় বন্ধুরা তাকে খুঁজতে বেরয়। পুরনো দিঘার ২নং স্নান ঘাটের কাছে বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে সোমনাথ দাস ও উৎপল দে সারা এলাকা খুঁজে বেড়ায়। ড্রাইভার শুভাশিস মাইতি সহ বাকি দুই বন্ধু এক-দুই ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুজি করেও সোনুর দেখা না পেয়ে দিঘা মোহনা থানায় অভিযোগ জানায়। অভিযোগ পাওয়ার পরে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করে। শনিবার গভীর রাতে তল্লাশির পাশাপাশি রবিবার সকাল থেকেও দফায় দফায় নিখোঁজ ছিলেন ব্যবসায়ী।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ শংকরপুরে সমুদ্রে ধারে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার অধিবাসীরা। তাঁরা মন্দারমণি কোস্টাল থানা খবর দেন। এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়ার খবর জানায় দিঘা মোহনা থানায়।

দিঘা মোহনা থানার পুলিশ বাকি দুই পর্যটককে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহটি সোনু দাসের বলে শনাক্ত করে তার বন্ধুরা। এরপর এই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের স্মৃতিতে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: অত্যাচারী জেলাশাসক পেডি নিধন যজ্ঞের নায়ক আমৃত্যু বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের ১০৮ জম জন্মদিন পালিত হল। এদিন মেদিনীপুরে পেডি নিধন স্থল কলেজিয়েট স্কুলের সামনে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান সহ শ্রদ্ধা নিবেদনের কর্মসূচি গ্রহণ করে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি। এই কর্মসূচিতে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, সভাপতি অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী দীপক বসু সহ অনেকেই। উপস্থিত ছিলেন বিমল দাশগুপ্তে পুত্ররা। বিকেলে মূর্তির পাদদেশে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নাট্যানুষ্ঠান সংগঠিত হয়।

এদিন মাহাতাবপুরেও বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন কমিটির সদস্যরা। আলোচনা সভায় মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির রাজ্য সম্পাদক কমল সাঁই। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে শোষণ মুক্তি পেতে বিপ্লবীদের জীবনাদর্শ বেশি করে চর্চার ওপর জোর দেন তিনি।

পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: পূর্ব মেদিনীপুর শিক্ষক-শিক্ষা কর্মী পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ত্রয়োদশ বার্ষিক জেলা সম্মেলন কাঁথির শচীন্দ্র শিক্ষা সদনে অনুষ্ঠিত হল। প্রদীপ প্রজ্বলন ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন অশ্বিনী মাইতি ও মন্মথ নাথ। সম্মেলনে জেলার চারটি মহকুমা থেকে ৬৫০-র বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি সংবর্ধনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা শচীন্দ্র শিক্ষা সদনের প্রাক্তন শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ জানাকে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও ১৬ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন, ৬ জন পড়ুয়াকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ২৩ জনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে এদিনের সম্মেলন থেকে।

প্রতিবন্ধী সন্তানদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে সুখী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা টাউন: ৭০ বছর বয়সে দুই মেয়েও এক ছেলেকে নিয়ে অনাহারে দিন কাটছে সুখীর। নাম সুখী হেমব্রম, বয়স ৭০ বছরের দোরগোড়ায়। ভাঙাচোরা টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দরিদ্র একটি পরিবার। তিন সন্তান নিয়ে সংসার। সুখীর সুখের সংসার বলা যাবে না। কেন না ঘটনার সঙ্গে একেবারে বেমানান বাক্যটি ডিজিটাল জমানায়। এখনও ওই চারটে পেট অনাহারে থাকে। সরকারি ভুরি ভুরি প্রকল্প। দু-টাকা কিলো চাল পাচ্ছে দরিদ্র, না খেতে পাওয়া মানুষরা। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ৪ নং কুঁয়াপুর পঞ্চায়েতের রামগড় গ্রামের সুখী হেমব্রম ও তার তিন ছেলেমেয়ে আজও অনাহারে দিন কাটায়। স্বামী কাশীনাথ হেমব্রম দু'বছর আগেই অসুস্থতার কারণে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

স্বামী জীবিত থাকাকালীন তবুও অন্নের সংস্থান হত। কেন না, কাশীনাথবাবু দিনমজুর খেটে যৎসামান্য অর্থ ও খাবারের সংস্থানটা যেনতেন প্রকারে করে নিতেন। উনি মারা যাবার পর দিশাহারা সুখীদেবী। দুই মেয়ে লক্ষ্মী, মঙ্গলী ও এক ছেলে শিবু জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ। তিনজনের বয়স ২০ থেকে ২২ হলেও তবুও ওরা প্রাপ্ত বয়স্ক নয় বা হয়ে উঠতে পারেনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। সাধারণভাবে হাঁটাচলা বা কথা বলায় হোঁচট খায় তিনজনই। যেখানে এই বয়সে অসহায় মাকে সাহায্য করার কথা, সেখানে নিজেরাই বসতি। লেখাপড়ার কোনও ছোঁয়াই নেই সুখীর পরিবারে। স্বামী-স্ত্রী তো নয়, ছেলেমেয়েদেরও পড়াশুনার পাঠ দিতে পারেনি। অর্থাভাবে কীভাবে চলছে মা ছেলেদের সংসার? সুখী হেমব্রম জানান, স্বামী মারা যাওয়ার পর ভিক্ষের থালা নিয়ে বাড়িতে যায়। ছেলেমেয়েদের তো এই অবস্থা বাবা, ওরা ঠিকমতো চলতে বা কথা বলতেই পারে না।

আমি ভিক্ষা করলে বা কারও থেকে কিছু জোগাড় করলে তবেই ওদের পেটে কিছু জোটে, নাহলে না খেয়েই থাকতে হয়। নরম সুরে বলেই চললেন, এখানের নেতাদের বলেছিলাম আমাদের জন্য কিছু একটা করে দিতে। গেলেই বলে অনেক ঝামেলা আছে, পারবে তোমরা? কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি।

একবার এক নেতা চার কিলো চালের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ওই যা। প্রতিবেশী মালতি সরেন, সুকুমার হেমব্রমদের কাছে সুখী হেমব্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে কষ্টের কথা স্বীকার করে বলেন, স্বামী যখন ছিল চলে যাচ্ছিল। মারা যাওয়ার পর সত্যি না খেতে পেয়ে চলছে বেচারাদের। নেতারা যদি কেও সরকারি কোনও ব্যবস্থা করে দেয় তো ভাল হয়।

সরকারি সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত সুখীর পরিবার। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতার মতো কোনও সুবিধা পায়নি বলে জানান সুখী হেমব্রম। বড় মেয়ে লক্ষ্মী হেমব্রম ভাই ও বোনকে পাশে নিয়ে জানায়, মা চলে গেলে আমরা কী করব কে জানে মা। ভিক্ষে করে আধপেটা হলেও পাচ্ছি। কোনও দিন না খেয়েই থাকতে হয়। মা ঘরে না থাকলেও আবার আমাদের সমস্যা হয়। ভাল মতো চলতে যা দেখতে অসুবিধে হয়। স্থানীয় বিধায়ক ছায়া দোলইকে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এরকম একটি পরিবারের কথা আমার জানা ছিল না। আপনার কাছেই জানলাম। আমার ও দলের তরফে যা করণীয় করব।

চন্দ্রকোনা দু'নম্বর ব্লকের অধীন রামগড় গ্রাম। ব্লকের বিডিও শাশ্বত প্রকাশ লাহিড়ি ঘটনা সম্পর্কে বলেন, এখনও না খেয়ে দিন কাটছে এরকম ঘটনা অনভিপ্রেত। সরকারি সাহায্যর সংস্থান আছে উনি সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেননি। তবে আমি বিষয়টি নিয়ে দেখছি কী করা যায়। এখন দেখার স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সুখীর পরিবারে সুখ আসে কি না?

হলদিয়ায় রোড রেস প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্প শহর হলদিয়ায় রবিবার সকালে রাজ্য স্তরের ১০ কিমি রোড রেস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা নেড়ে বালুরঘাটা থেকে দক্ষিনচক অবধি এই রোড রেস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা রোড রেস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলেন সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। বালুঘাটা নজরুল স্মৃতি সংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া পুরসভার কাউন্সিলার শংকরপ্রসাদ নায়ক, সুব্রত হাজরা, ত্রিদিব হাজরা, বাড়ুত্তর হিঞ্চির গ্রাম প্রধান শেখ ওয়াব আলি প্রমুখ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা রোড রেস অ্যাসেসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি বলেন, বর্তমান যুব সমাজকে যত বেশি করে খেলাধুলার চর্চার দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে তাত বেশি করে সমাজের খারাপ দিক গুলো থেকে তাদের সরিয়ে রাখা যাবে। তাই এই একটা প্রতিযোগিতা করেই দমে না গিয়ে আরও বেশি করে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন বিশ্বজিৎবাবু। জানা গেছে এদিনের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে বিশ্বজিৎ দাস, বসির মণ্ডল, ও মণি চন্দ্র মেটিয়া। এদের সকলের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে।